তারিখ 04 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গঃ শিশুদের স্কুলে যাতায়াত সমস্যা

শিশুদের স্কুলে ভর্তি, স্কুলের পড়াশুনা এবং স্কুলে যাতায়াত নিয়ে সব জায়গার বিশেষ করে ঢাকা শহরে পিতা-মাতার অনেক চিন্তা-ভাবনা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা যেন একটি বড় রকমের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার সাথে আমরা কম-বেশী সবাই পরিচিত। পিতা-মাতার কাছে তার শিশুর চাইতে প্রিয় আর কিছুই নেই। প্রতিটি পিতা-মাতা চান তার শিশুকে ভালভাবে মানুষ করতে। আর তাই তারা এই প্রত্যাশার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একটি ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে চান। যেখানে থাকবে ভালভাবে পড়াশুনা করার নিশ্চয়তা। কিন্তু শিশুদের ভাল স্কুলে ভর্তি করা এখন একটি কঠিন ব্যাপার। প্রায় সব অভিভাবকই বছরের প্রথম দিকে ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে অনেক বিপদে পড়েন। অনেক কাঠখড়ি পুড়িয়ে যদিবা শিশুকে স্কুলে ভর্তি করাতে পারেন তারপর দেখা যায় শিশুকে স্কুলে পৌঁছানো নিয়ে অসুবিধা। কোন একক পরিবারে পিতা-মাতা যদি দুই দুইজনই চাকরি করেন তাহলে শিশুকে স্কুলে পৌঁছানো নিয়ে আরো বিপদে পড়তে হয়। এসব ক্ষেত্রে দু'জনকেই ম্যানেজ করতে হয় শিশুকে স্কুলে পৌঁছানোর ব্যাপারে। মা যদি চাকরি না করেন তাহলে শিশুর এ দায়িত্বটি মায়ের ওপরই বর্তায়। মাকে সংসারের নিত্যদিনের ঝামেলা সেরে এ দায়িত্বটি পালন করতে হয়। আমাদের দেশের স্কুলে শিশুদের আনা-নেয়ার ব্যাপারে যাতায়াত ব্যবস্থা নিরাপদ নয়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্কুল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কোন যাতায়াত ব্যবস্থা নেই। রাজধানী ও তার আশপাশে ইদানীং গড়ে উঠছে কিণ্ডার গার্টেন স্কুল। এই সকল স্কুলে পড়াশুনা ভাল হয় এবং শিশুদের পড়ানোর পদ্ধতি উন্নত ধরনের বলে অভিভাবকগণ শিশুদের এই সকল স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যাপারে বেশী আগ্রহী। এই সকল কিণ্ডার গার্টেনের কিছু কিছু ভ্যানগাড়ী চালু আছে। এই সকল স্কুল বাড়ীর আশপাশে হলে শিশুদের জন্য ভ্যানগাড়ী কিছুটা নিরাপদ হতে পারে। দূরের পথ, বড় রাস্তা এই সকল ক্ষেত্রে ভ্যানগাড়ী মোটেই নিরাপদ নয়। স্কুল বাসও আজকাল কম সংখ্যক স্কুলেই চালু আছে। তা-ও আবার চাহিদার তুলনায় নগণ্য। এই সকল বাসে শিশুদের উঠিয়েও পিতা-মাতা কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। তাছাড়া স্কুল বাসে শিশুদের উঠিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তারপর স্কুলে নামায়। এতে শিশুদের অনেক কষ্ট হয় এবং বাস থেকে নেমেই শিশুদের পড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না। এইসব সমস্যা শুধু রাজধানী শহরেই নয়, ঢাকার বাইরে অন্য জেলা শহরগুলোতেও দেখা যায়। সমস্যাটি সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। দিনে দিনে যে শিশুটি বড় হচ্ছে যার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে আগামী দিনের ভবিষ্যত— তাকে মানুষ করার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের। কিন্তু শিশুদের পড়াশুনা করতে দিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা কারো ব্যক্তিগত পর্যায়ের নয়। এলাকাভিত্তিক স্কুলগুলোর জন্য পৌর কর্পোরেশন উদ্যোগ নিতে পারে। স্কুল বাস চালু করতে পারে তাদের জন্য।

বেসরকারী স্কুলগুলোর কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে শিশুদের জন্য স্কুল বাস চালু করতে পারে। এবং বিভিন্ন রুটে শিশুদের নামানোর জন্য দায়িত্বশীল লোক রাখতে হবে। তাছাড়া সরকারী পর্যায়ে শিশুদের জন্য বিআরটিসি'র বাস চালু করা যেতে পারে। যে সকল স্কুল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সঙ্গতি নেই তাদের বাস ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়ার সুবিধা সরকারী পর্যায়ে করা যেতে পারে। শিশুদের জন্য স্পেশালভাবে তৈরী ভ্যান গাড়ী বা টেম্পু ইত্যাদিও চালু করা যেতে পারে। যেসব শিশু আশপাশের স্কুলে পড়াশুনা করে তারাই এই সকল ভ্যানগাড়ী এবং টেম্পু ব্যবহার করতে পারে। প্রায় ক্ষেত্রেই পিতা-মাতাকে রিকশা ভাড়া নিতে হয় এবং শিশুদের স্কুলে পৌঁছানোর জন্য প্রাত্যাহিক রিকসা ভাড়া জোগাড় করার জন্য অভিভাবকদের অসুবিধায় পড়তে হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য এটা একটা বোঝা স্বরূপ। বিশেষ করে পিতা যদি সংসারে একা আয় করে তাহলে অর্থনৈতিক বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। আমাদের দেশের মেয়েরা এমনিতেই কম শিক্ষিত এবং কম সংখ্যক মা-ই চাকরি করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে শিশুদের নিয়ে পিতা-মাতাকে দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় এবং চাকরি ক্ষেত্রেও নানারূপ সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহল গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

—বেগম হাসিনা মুক্তি